দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...16 JAN 1988...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম 3 ...

007

শিক্ষাঙ্গন

বিদ্যালয়ের পাঠ্য বই প্রসঙ্গে

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাবর্ষ শুরু হয় জানুয়ারী থেকে। প্রতি বছর-শিক্ষাবর্ষের শুরুতে অভিভাবকরা ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি নিয়ে উদ্বেগে থাকেন। বিশেষ করে ভাল মানের স্কুলগুলোতে ছেলে-মেয়েদের ভর্তি করার চেষ্টা করেন অভিভাবকরা। কিন্তু ভাল স্কুলে ভর্তি করানো খুবই দুরূহ।

ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কিংবা সাথে অভিভাবকের তদবিরের জোর থাকলে মুষ্টিমেয় শিক্ষার্থীরাই পাঠদানের ক্ষেত্রে সুনামের অধিকারী স্কুলগুলোতে লেখাপড়ার সুযোগ পায়। তার পরও অভিভাবকদের দুশ্চিতার অবসান হয় না। বছরের গোড়া থেকেই স্কুলে পুরোদমে লেখা-পড়া শুরুর সরকারী নির্দেশ আছে। কিন্তু দেখা যায়, জানুয়ারী মাস শেষ হয়ে গেলেও শিক্ষার্থীরা বই কিনতে পারে না।

কারণ বোর্ডের বই ঠিক সময়ে বাজারে আসে না। আমাদের দেশে মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্য বই বা রেফারেন্স বই নয়। এই স্তরে শ্রেণী কক্ষে নির্দিষ্ট বই পড়াতে এবং বইয়ের প্রতিটি পংক্তি, স্তবক এবং অধ্যায়ের চুলচেরা বিশ্লেষণমূলক পঠন প্রদান করতে হয়। তাছাড়া পাঠ্য বইয়ের মধ্যে সন্নিবেশিত অনুশীলনও অনুসরণ করতে হয়। তাই বই ব্যতীত বিদ্যালয়ে ক্লাস নিতে শিক্ষকরাও অসুবিধায় পড়েন। আর বইয়ের অভাবে শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই গলদ দেখা দেয়। সারা বছরে সেই ক্ষতি কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয় না।

অথচ বিদ্যালয় লেখা-পড়ার জন্য অত্যন্ত সহায়ক, তাতে সন্দেহ নেই। বছরের শুরুতেই ক্লাস শুরু করার নির্দেশ প্রদানের পাশাপাশি সরকার বাৎসরিক ছুটিও অনেক কমিয়ে দিয়েছেন এবং পরীক্ষার সময় সূচীও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সরকারের সদিচ্ছা থাকা সত্তেও এ জন্যে যে সমন্বয়ের প্রয়োজন তা করা হয় না বলে মনে হয়। ফলে পাঠ্য বইয়ের অভাবে বিদ্যালয়ে প্রকৃত শিক্ষাদান কার্যে অনেক বিলম্ব ঘটে।

শহরের শিক্ষার্থীদের চেয়ে মফস্বলের শিক্ষার্থীরাই বইয়ের সমস্যায় বেশী ভোগে। এ জন্যে দক্ষ বিতরণ ও বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে মনোযোগী হতে হবে। তাছাড়া বইয়ের বাঁধাই এবং কাগজের মান সম্পর্কেও অভিযোগ আছে। পড়ুয়াদের নিয়মিত পাঠের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির ব্যাপারে নতুন বইয়ের ছবি, কাগজ, ঝকঝকে ছাপা এবং বাঁধাইয়ের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। অথচ আজ-কাল পৃষ্ঠা উল্টাতে গেলে বই ছিঁড়ে যায়। টান দিলেই বাঁধাই খুলে যায়। স্কুলের পাঠ্য বইয়ের ক্ষেত্রে এসব ব্যাপারে যথোপযুক্ত নজর দেয়া হয় না।

ভুল বানান, দুর্বল ও অর্থহীন বাক্যে বোর্ডের বইগুলো ভরপুর থাকে। শিক্ষার্থীকে কি পড়তে দেয়া হচ্ছে তার উপর শিক্ষার মান অনেকখানি নির্ভর করে। পাঠ্য বইয়ে ভুল থাকলে শিক্ষার্থীর মনোজগতে ভুলগুলো স্থায়ীভাবে শিকড় গেড়ে বসে। আর এই ভুলের মাশুল গুণতে হয় সারা জীবন ধরে।

বোর্ডের বইতে এত ভুল কি করে হয়, তা বুঝতে অভিভাবকরা সত্যিই অক্ষম, পাঠ্য বইয়ের রচয়িতা, সম্পাদক ও পরিমার্জনকারীরা সকলেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি বলেই আমরা জানি। আন্তরিকতা ও যত্নের অভাব হলে নির্ভুল পাঠ্য বই প্রকাশ করা আদৌ সম্ভব নয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের কাছে চলতি বছর ত্রুটিমুক্ত পাঠ্য বই পৌঁছানোর জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের কথা ঘোষণা করেছিলেন। আমরা আশা করি, দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের সুশিক্ষার স্বার্থে কর্তৃপক্ষের এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে।

—মোজাহারুল হক (বাবুল)